National Conference on
Latest Innovations in Engineering, Science, Management and Humanities (NCLIESMH- 2024)
26th May, 2024, Raipur, Chhattisgarh, India.

CERTIFICATE NO : NCLIESMH /2024/C0524512

রবীন্দ্র আলোকে বাংলা উপন্যাসে নর-নারীর প্রেমের সমস্যা

Harun All Rasid, Dr. Abu Hannan Gazi

Department of Bengali, RKDF University, Ranchi

রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'-তে বাস্তবজীবনের প্রতিফলন ঘটেছে, এখানে নর-নারীর হৃদয়ের প্রেমের অস্তিত্ব কে সমস্যা রুপে তুলে ধরা হয়েছে। সমাজের প্রথাগত নিয়ম হল বিবাহবন্ধন কিন্তু এই বিবাহ সকল প্রেমকে অনুমোদন দেয় না, সেইরূপ 'চোখের বালির মহেন্দ্র ও বিধবা বিনোদিনীর প্রেম বিবাহ সম্মত ছিল না, পরবর্তীতে বিহারী সঙ্গে বিবাহ হলেও সমাজ হয়ত এই- অনুমোদন দিত কিংবা দিত না, মহেন্দ্র বিবাহিত হলেও বিধবা বিনোদিনীর রূপের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সমাজের প্রথার বিরুদ্ধাচারণ করেছে। নিজের স্ত্রীর ভালোবাসা, মা-এর স্নেহাকর্ষণ, বন্ধু বিহারীর বন্ধুত্বে সবকিছু তুচ্ছ করে বিনোদিনীর প্রেমের আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিল। বিধবা বিনোদিনী বিবাহ নয় শুধু প্রেম চেয়েছিল তাই মহেন্দ্রর জালে সে নিজেকে ধরা দেয়নি, বিনোদিনী ছিল ছলনাময়ী ও রহস্যময়ী নারী, তাই মহেন্দ্রর অন্ধ আবেগ বিনোদিনীকে পাবার জন্য উতলা হয়ে উঠেছিল, বঞ্চনার আগুনে দগ্ধ হয়েও মহেন্দ্র বিনোদিনীকে পেতে চেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের "বিষবৃক্ষে" বিধবা বিবাহ আছে যেমন তেমন ফল ভোগও আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'তে বিধবা বিবাহ না থাকলেও প্রেম জীবন্ত হয়ে উঠেছে, 'চোখের বালি'তে বিনোদিনী মহেন্দ্রর প্রেমভিক্ষা করেনি। মহেন্দ্রকে নিয়ে আশাকে নিয়ে সে শুধু খেলেছে, প্রেমের খেলা, ঈর্ষার খেলা, বিনোদিনী কেবল বিহারীকেই ভালোবাসত, এক চড়ুইভাতির দিনে বিহারী এবং বিনোদিনীর পরস্পরকে কাছে পাওয়া ও প্রকৃতির মধুর সাহচর্যের মাধ্যমে মহেন্দ্র বিনোদিনীর প্রকৃতরূপে প্রত্যশা করেছিল। অল্প মিলন মুহূর্তে বিহারী নতুন বিনোদিনীকে আবিষ্কার করে। এই বিনোদিনী ছিল মঙ্গলময়ী, বিহারী বুঝতে পেরেছে-"বিনোদিনী বাহিরে বিলাসিনী যুবতী বটে, কিন্তু তাহার অন্তরে একটি পূজারতা নারী নিরশনে তপস্যা করিতেছে।"[১]

আবার অন্যদিকে এই চড়ুইভাতির দিন মহেন্দ্র বিনোদিনীকে প্রবলভাবে কাছে পেতে চেয়েছিল। কিন্তু মহেন্দ্রর সেই ইচ্ছাপূরণ হয়নি, বিনোদিনী আশার কাছে তার নতুন অনুভূতির কথা ব্যক্ত করে বলেছে-

"আমার মনে হইতেছে, আমি যেন মরিয়া 'গেছি যেন পরলোকে আসিয়াছি, এখানে যেন আমার সমস্তই মিলিতে পারে।"[২]

মহেন্দ্রর প্রতি সে এতদিন যে ঈর্ষার আগুনের শিখা জ্বালিয়ে ছিল চড়ুইভাতির স্পর্শে সে আগুন নিষ্প্রভ হয়ে যায়। এরপর বিনোদিনী নিজেকে আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়ে উঠেছিল।

চড়ুইভাতির স্পর্শে যে আগুন নিভে আসছিল, পরবর্তী সময় সেটি আবার পূর্ববৎ হয়ে উঠেছিল। মধুর অভিনয়ের মাধ্যমে আবার সে মহেন্দ্রের উপর নিজের অধিকার বিস্তার করতে শুরু করে। বিনোদিনীর এই অধিকার প্রয়োগের ফাঁদে পরে মহেন্দ্র বিনোদিনীকে আসক্ত করার বাসনায় ব্যকুল হয়ে উঠেছিল। বিনোদিনীর সঙ্গ মহেন্দ্র-র কাছে এতটাই বড় হয়ে উঠেছিল যে সে তার মায়ের সংস্পর্শকে তুচ্ছ করেছিল। মহেন্দ্র-র বিনোদিনীর প্রতি দুর্বলতা গর্ব ও সুখের কারণ মনে হলেও মহেন্দ্র-র বাঙালিপনা বিনোদিনীর অসহ্য লাগতে থাকে। মহেন্দ্রর স্ত্রী আশা স্বামীকে ভালোবেসেছে, স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ প্রেমের দ্বারা সে জীবনকে ধন্য করে তুলতে চেয়েছিল, কিন্তু বিনোদিনীর সেবা তাকে উদাসীন করেছে। আশা আরও দুর্বল হয়ে পড়েছে যখন তার স্বামী তাকে ছেড়ে মেসে গিয়ে উঠিছে। মহেন্দ্রর চলে যাওয়া বিনোদিনীর অভিমানের কারণ হয়ে ওঠে, মহেন্দ্র আশাকে চিঠি দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেও সে সেই কথা রাখেনি এমনকি বিয়ের সময় বিনোদিনীকেও বিদায় সম্ভাষণ জানায়নি। বিনোদিনী ভেবেছে "ব্যাপারখানা কী। অভিমান, না রাগ, না ভয়? আমাকে দেখাইতে চান, আমাকে কেয়ার করেন না? বাসায় গিয়া থাকিবেন? দেখি কতদিন থাকিতে পারেন "[৩]

মহেন্দ্র ও আশার দাম্পত্য কলহর সুযোগ নিয়েছিল বিনোদিনী। মহেন্দর বিদায় নেওয়ার পর সেই সুযোগ-হাত ছাড়া হয়ে যায় বিনোদিনীর কাছ থেকে

National Conference on
Latest Innovations in Engineering, Science, Management and Humanities (NCLIESMH- 2024)
26th May, 2024, Raipur, Chhattisgarh, India.

মহেন্দ্র বর্জিত আশা তাহার কাছে নিতান্তই তাহার কাছে নিতান্তই স্বাদহীন। "আশার প্রতি মহেন্দ্রর সোহাগ যত্ন বিনোদিনীর প্রণয় বঞ্চিত চিত্তকে সর্বদাই আলোড়িত করিয়া তুলিত-তাহাতে বিনোদিনীর বিরহ কল্পনাকে যে-বেদনায় জাগরুক করিয়া রাখিত তাহার মধ্যে উগ্র উত্তেজনা ছিল।"

যে মহেন্দ্র তাহাকে তাহার সমস্ত জীবনের সার্থকতা থেকে ভ্রষ্ঠ করিয়াছে, যে মহেন্দ্র তাহার মতো স্ত্রীরত্নকে উপেক্ষা করিয়া আশার মতো ক্ষীণ বুদ্ধি দীন প্রকৃতির বলিকাকে বরণ করিয়াছে, তাহাকে বিনা দোষে ভালোবাসে কি বিদ্বেষ করে, তাহাকে কঠিন শাস্তি দিবে না তাহাকে হৃদয় সমর্পণ করিবে, তাহা বিনোদিনী ঠিক করিয়া বুঝিতে পারে নাই, একটা জ্বালা মহেন্দ্র তাহার অন্তরে জ্বালাইয়াছে, তাহা হিংসা না প্রেমের না দুইয়ের মিশ্রন, বিনোদিনী তাহা ভাবিয়া পায় না; মনে মনে তীব্র হাসি হাসিয়া বলে- কোনো নারীর কি আমার মতো এমন দশা হইয়াছে। আমি মরিতে চাই কি মারিতে চাই, তাহা বুঝিতেই পারিলাম না। কিন্তু যে কারণেই বল, দগ্ধ হইতেছে হউক বা দগ্ধ করিতে হউক মহেন্দ্রকে তার একান্ত প্রয়োজন।"[৪] সে তাহার বিষদিগদ্ধ অগ্নিবান জগতে কোথায় মোচন করিবে ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বিনোদিনী কহিল, "সে যাইবে কোথায়। সে ফিরিবেই। সে আমার।"[৪]

মহেন্দ্রর বিদায় নেওয়ার পর বিনোদিনী আশার প্রতি সমবেদনা দেখাতে ভোলেনি কিন্তু আশার পাশে বিহারী দাঁড়ালে বিনোদিনী বিহারীকে মনে যে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছিল সেখান থেকে সরিয়ে দেয়। তা সত্বেও বিহারীর বিনোদিনীর প্রতি শ্রদ্ধা একটুও কম হয়নি। মহেন্দ্রর সাথে ঘনিষ্ঠতা দেখে বিহারী যে বিনোদিনীকে ভুল বুঝেছিল আশার দুঃখ হেতু সেই বিনোদিনীকেই সান্ত্বনা দিতে দেখে বিহারী বলেছে-"বিনোদিনীকে ভুল বুঝিয়াছিলাম। সেবায় সান্ত্বনায়, নিঃস্বার্থ সখীপ্রেমে সে মর্ত্যবাসিনী দেবী"।[৫]

কিন্তু আশার প্রতি বিহারীর অনুকম্পা বিনোদিনী সহ্য করতে পারেনি কারণ সে বিহারীকেই ভালোবাসে -"বিহারীকে দেখিয়াই সে বুঝিয়াছিল যে, আশার জন্য করুণায় তাহার হৃদয় ব্যথিত। বিনোদিনী নিজে কেহই নহে, আশাকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য, আশার পথের কাঁটা তুলিয়া দিবার জন্য, আশার সমস্ত সুখ সম্পূর্ণ করিবার জন্যই তাহার জন্ম ।"[৬]

মহেন্দ্র বিনোদিনীকে ভালোবাসতে চেয়েও বিবাহের প্রস্তাব উপেক্ষা করেছে। তাই সে মহেন্দ্রর প্রতি আকর্ষিত হলেও ভালোবাসেনি। ভালোবাসার স্পর্শ বিহারীর থেকে অনুভব করায় সে বিহারীকে ভালোবেসে ফেলেছে। কিন্তু- "শ্রীযুক্ত বিহারীবাবু সরলা আশার চোখের জল দেখিতে পারেন না, সেই জন্য বিনোদিনীকে তাহার আঁচলের প্রান্ত তুলিয়া সর্বদা প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে।"[৭]

এই কারণে "একবার মহেন্দ্রকে এই বিহারীকে বিনোদিনী তাহার পশ্চাতের ছায়ার সহিত ধূলায় লুণ্ঠিত করিয়া বুঝাইতে চায়, আশাই বা কে আর বিনোদিনীই বা কে। দুজনের মধ্যে কত প্রভেদ প্রতিকূল ভাগ্যবশত বিনোদিনী আপন প্রতিভাকে কোন পুরুষের চিত্তক্ষেত্রে অব্যাহত ভাবে জয়ী করিতে না পারিয়া জলন্ত শক্তিশেল উদ্যত করিয়া সংহার মূর্ত্তি ধরিল,"[৮]

বিনোদিনীর আশার প্রতি ভালোবাসা ও মঙ্গলচিন্তা দেখে বিহারীর বিনোদিনীর প্রতি ধারণা বদলে গিয়ে তাকে হৃদয়ে দেবীর আসনে বসিয়েছে, তাকে শ্রদ্ধা করতে শুরু করেছে। বিহারীর কাছ থেকে পবিত্রতার স্পর্শ পেয়ে বিনোদিনী নিজেকে ধন্য মনে করে, কিন্তু বিনোদিনী জানে সে দেবী নয়, মানবী, তার মধ্যেও দুর্বলতা আছে। তাই মহেন্দ্র কাশী থেকে ফিরে মহেন্দ্রর পরামর্শে ও উৎসাহে আশা যখন কাশী চলে গেছে তখন বিনোদিনী আশঙ্কিত হয়ে পড়ে। নিজের হৃদয়ের দুর্বলতার কথা ভেবে তার ও মহেন্দ্রর মাঝে সে বিহারীর উপস্থিতি প্রত্যাশা করে তাই সে বিহারীকে বলেছে-

"আমি দেবী নই ঠাকুরপো, শুনিয়া যাও। তুমি চলিয়া গেলে কাহারও ভালো হইবে না। ইহার পরে আমাকে দোষ দিও না।"[৯]

এরপর আশার কাশীবাসকালীন সময়ে বিনোদিনী মহেন্দ্রর প্রতি অভিনয় চালিয়ে গেছে। নিজের সেবা যত্ন দ্বারা মহেন্দ্র হৃদয় জয় করেছে। বিনোদিনী সেবা পেয়ে মহেন্দ্র নিজের স্ত্রী আশাকে ভুলে গিয়ে বিনোদিনী পা ধরে প্রেম ভিক্ষা করতেও ছাড়েনি। কিন্তু বিনোদিনীর মহেন্দ্রর প্রতি ভালোবাসা বাইরে থেকে দেখানো সে মনে মনে কেবল বিহারীকে ভালোবেসেছে তাই ধীরে ধীরে নিজ মনকে বিহারীর কাছে প্রেম নিবেদনের জন্য প্রস্তুত করেছে, বিনোদিনীর বিহারীর প্রতি টান বুঝতে পেরে মহেন্দ্র আরও তীব্রভাবে বিনোদিনীকে পেতে চেয়েছে, কিন্তু মহেন্দ্র একটু বোঝেনি তার

ভালোবাসা পাওয়ার অধিকার বিনোদিনীর নয়। এই কারনে মহেন্দ্রকে সে চিঠিতে জানিয়েছিল-"ভালোবাসার তৃষ্ণায় আমার হৃদয় হইতে বক্ষপট শুকাইয়া উঠিয়াছে- সে তৃষ্ণা পূরন করিবার সম্বল তোমার হাতে নাই, সে আমি বেশ ভালো করিয়াই দেখিয়াছি, "[১০]

মহেন্দ্রকে তাই সে বলেছে--

" তুমি আমাকে ত্যাগ করো, আামার পশ্চাতে ফিরিয়ো না; নির্লজ্জ হইয়া আমাকে লজ্জা দিয়ো না আমার খেলার শখও মিটিয়াছে, এখন ডাক দিলে কিছুতেই আমার সাড়া পাইবে না"[১১]

মহেন্দ্রর বিনোদিনীর কাছে ফিরে আসার আর পথ রইল না, তা সে প্রশ্ন করেছে-

"এমন খেলা কেন খেলিলে, বিনোদ। এখন আর ইহাকে খেলা বলিয়া মুক্তি পাইবেনা। এখন তোমার আমার একই মৃত্যু"[১২]

মহেন্দ্রের কাছ থেকে সরে আসতে বিহারীর সাহায্যে নিয়ে বিনোদিনী নিজের গ্রামের বাড়িতে চলে আসে গ্রামে মহেন্দ্র সাথে বিনোদিনীর সম্পর্ক নিয়ে অপবাদ রটে গেলে নিজের সম্মান বাঁচাতে মহেন্দ্রর সাথে সে পশ্চিমে যাত্রা করে তবুও বিনোদিনী মহেন্দ্রর কাছে আত্মসমর্পন করেনি। সে শুধুমাত্র বিহারীকে পাবার সেতু "মহেন্দ্রর সাথে যাত্রা করেছিল। এলাহাবাদের বাড়িতে এসে বিহারীর শয়ন কক্ষ সুন্দর করে সাজিয়ে বিহারীর প্রতি প্রেম নিবেদনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু মহেন্দ্রের সাথে একত্রে অবস্থান, শুকনো ফুল, ছেঁড়া মালা দেখে বিহারী ভুল বোঝে, এগুলো হয়ত বিনোদিনীর সাথে মহেন্দের মিলন চিহ্ন, পরবর্তীতে বিনোদিনী শুদ্ধ প্রেম নিবেদন, মহেন্দ্রর সাথে সংঘর্ষের মধ্যে বিহারী বিনোদিনীর একনিষ্ঠ প্রেমের কথা বুঝতে পারে। বিহারী বিনোদিনীকে বিবাহ করতে চাইলেও বিনোদিনী বিবাহে সম্মতি দেয়নি। বিবাহ বিহীন কামনা যুক্ত এই প্রেমে উপন্যাসে জয়ী হয়েছে। অপর দিকে এই রূপ সুন্দর প্রেমের সম্মুখে দাঁড়িয়ে মহেন্দ্র নিজের ভুল বুঝতে পারে যে সে আশাকে দুঃখ দিয়েছে। পরে আশা ও মহেন্দ্রর দাম্পত্য প্রেমে মিলন একই ভাবে মধুময় হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'-তে বিধবা বিবাহের মতো সামাজিক সংস্কার রক্ষা কেন হল না এই নিয়ে লেখককে দায়ী করা যায় না কারন বিধবা বিবাহ দেওয়া তার উপন্যাসের বক্তব্য ছিলনা, যুগযুগ ধরে নারীর নিজস্ব কামনা বাসনার প্রকাশের সুযোগ পেত না সেই বক্তব্য ফুটিয়ে তুলতেই রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে আশ্রয় নিয়ে নারীর ব্যাক্তি স্বতন্ত্র বোধের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। প্রেমের জন্য সীমা আর অসীমের মিলন ঘটিয়েছেন বিনোদিনী বিহারের প্রতি প্রেম নিবেদন করলেও বিবাহের প্রস্তাবে রাজি হয়নি। বিনোদিনীর প্রেমের ক্ষেত্রে Real আর Ideal এর সমন্বয় ঘটেছে।

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থপঞ্জী

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী অষ্টম খন্ড, উপন্যাস: পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রথম প্রকাশ জুলাই ১১৮৩, মহাকরণ কলিকাতা, পৃষ্ঠা-১১৩।
২. তদেব, পৃষ্ঠা-২৩০
৩. তদেব, পৃষ্ঠা-২৩১
৪. তদেব, পৃষ্ঠা-২৩৫
৫. তদেব, পৃষ্ঠা-২৩৬
৬. তদেব, পৃষ্ঠা-২৩৭
৭. তদেব, পৃষ্ঠা-২৪৯
৮. তদেব, পৃষ্ঠা-২৭১
৯. তদেব, পৃষ্ঠা-২৭৪
১০. তদেব, পৃষ্ঠা-২৭৯
১১. তদেব, পৃষ্ঠা-২৮১
১২. তদেব, পৃষ্ঠা-২৮২